শনাক্ত
জনের

দেশে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে তার আগের ২৪ ঘণ্টায় ২২ জনের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এ সময় করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে করোনায় মৃত্যুশূন্য টানা ২৭ দিন পার করল দেশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ধৈর্যশীল পরিবারের সদস্যরা আর্থিকভাবে সাফল্য পান

গবেষণার তথ্য

গবেষণাটি করেন তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিআইডিএস আয়োজিত এক সেমিনারে গবেষণাটি উত্থাপন করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

- চাঁদপুর, গোপালগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ—চারটি জেলার ৫৪২টি পরিবারের ১ হাজার ৯৯১ জনের ওপর জরিপ করা হয়।
- গবেষণাটি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *দ্য জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি*তে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়েছে।

যেসব পরিবার বেশি ধৈর্যশীল ও বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করে, তারা অপেক্ষাকৃত কম ঈর্ষাপরায়ণ হয়। এসব পরিবারের সদস্যরা আর্থিকভাবে ভালো করেন। দেশে এ ধরনের পরিবার পাঁচটির মধ্যে চারটি।

বিপরীতে যেসব পরিবার বেশি অধৈর্য ও ঝুঁকি নিতে চায় না, তারা অপেক্ষাকৃত বেশি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। এসব পরিবারের সদস্যরা আর্থিকভাবে তুলনামূলক কম ভালো করে। দেশে এ ধরনের পরিবার পাঁচটির মধ্যে একটি।

'প্রজন্ম ও পারিবারিক শ্রেণিভেদে অর্থনৈতিক পছন্দ: একটি উন্নয়নশীল দেশে বড় পরিসরে গবেষণা' শিরোনামের একটি গবেষণাপত্রে এমন তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (বিআইডিএস) আয়োজিত এক সেমিনারে এ গবেষণাটি উত্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামল চৌধুরী। গবেষণাটি কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাথিয়াস সোটার, মাস্ট্রিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লাউড এফ জিমারম্যান ও অধ্যাপক শ্যামল চৌধুরী যৌথভাবে করেছেন। গবেষণাটি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *দ্য জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি*তে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়েছে।

গবেষণায় চাঁদপুর, গোপালগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ—চারটি জেলার ৫৪২টি পরিবারের ১ হাজার ৯৯১ জনের ওপর জরিপ করা হয়। জরিপে তাদের অর্থনৈতিক পছন্দগুলো সংগ্রহ করা হয়। অর্থনৈতিক পছন্দের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে সময়, ঝুঁকি ও সামাজিক পছন্দ—এই তিনটি মাত্রা।

গবেষণায় বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক পছন্দগুলো ব্যক্তিজীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে অর্থনৈতিক পছন্দগুলো গঠিত হয়। এ ধরনের জ্ঞানের মাধ্যমে শিশু ও পরিবারগুলো তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পছন্দগুলো চিহ্নিত করতে পারে। এভাবে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের দিকে যেতে পারে।

গবেষক শ্যামল চৌধুরী বলেন, সন্তানদের পছন্দগুলোর সঙ্গে বাবা-মা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন ছেলে ও একজন মেয়ে কী রকম হবে, বিদ্বেষপূর্ণ হবে নাকি সামাজিকভাবে সহযোগিতাপূর্ণ হবে, সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের মা-বাবার ওপর। একইভাবে তারা তাদের ভাই-বোনদের কাছ থেকেও প্রভাবিত হয়। চারপাশের পরিবেশও এর সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের অর্থনৈতিক পছন্দগুলো কেমন হবে, তা পরিবারের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

তবে এর সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করে অনুষ্ঠানে বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো কাজী ইকবাল বলেন, 'দিল্লি, মুম্বাই, মাদ্রাজে যখন শিল্পায়ন হচ্ছিল, তখন পূর্ব বাংলা অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। কিন্তু আমরা যখন সাম্প্রতিক প্রবণতা দেখি, এক-দুই প্রজন্মে সেটা বদলে গেছে। অনেকেই এখন বড় বড় ব্যবসায় আসছেন। যদি বাবা-মায়ের পছন্দে সন্তানেরা পেশা নির্ধারণ করত, তাহলে এই পার্থক্য কীভাবে হলো? এই পরিবর্তন গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।'

গবেষণার নমুনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্কটল্যান্ডের স্ট্র্যাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক মোজাম্মেল হক বলেন, 'এই গবেষণা রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি মনে করি, এটা এই গবেষণার বড় ধরনের দুর্বলতা। এটা গবেষণাকে পুরো বাংলাদেশের জন্য সাধারণীকরণ করা ঠিক হবে না।'

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক মনজুর হোসেন। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক পছন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরে পার্থক্য হওয়ার কথা। এই পছন্দ নির্ধারণে শুধু পরিবার নয়, শিক্ষকও ভূমিকা পালন করেন।

গবেষণায় বাবা-মা ও শিশুদের অর্থনৈতিক পছন্দ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাবা-মা ও শিশু অল্প মাত্রায় ঝুঁকি নিতে চায়। অন্যদিকে অর্ধেকেরও বেশি বাবা-মা ও শিশু অধৈর্যশীল। তারা দেরিতে বড় ফলাফলের পরিবর্তে তাৎক্ষণিক ছোট ফলাফলে বেশি আগ্রহী।

ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে অর্থনৈতিক পছন্দগুলোর কোনো লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায় না। তবে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি ধৈর্যশীল।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।